দৈনিক সংবাদ

JUN. 24 2002

পৃঃ ৭ কলাম ৩

## শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছে আবেদন

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ১৯৯৮ সালের মাস্টার্স পরীক্ষা ২০০১ সালের ফেব্রুয়ারি-জুন মাসে অনুষ্ঠিত হয় এবং এর ফল প্রকাশিত হয় ২০০১ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে। ফল প্রকাশের পর ছ'মাসেরও বেশি সময় পার হয়ে গেছে; কিন্তু আজ পর্যন্ত পরীক্ষা পাসের নম্বরপত্র সংশ্লিষ্ট কলেজগুলোতে আসেনি। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, কেবল ১৯৯৮ সালের নয়, তার আগের বছরের মাস্টার্স পরীক্ষার নম্বরপত্রও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সরবরাহ করার প্রয়োজন মনে করেনি। কারণ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষই জানেন। পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষার ফরম পূরণের সময় অন্যান্য ফিয়ের সঙ্গে নম্বরপত্রের ফিও জমা দেয়। অথচ নম্বরপত্র প্রদানের ব্যাপারে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কোন উদ্যোগ গ্রহণ করছে না।

সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে নিয়োগের বিধিনিষেধ সম্প্রতি তুলে নেয়া হয়েছে। পিএসসিও দীর্ঘ নীরবতা ভঙ্গ করেছে। শিক্ষামন্ত্রী ঘোষণা দিয়েছেন, অবিলম্বে সরকারি কলেজগুলোতে বিভিন্ন বিষয়ে ২ হাজার ৫শ' শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হবে। বলা বাহুল্য, পিএসসির নিয়োগ পরীক্ষায় আবেদনের সময় অন্যান্য সনদপত্রের সঙ্গে নম্বরপত্রের কপি জমা দেয়া অপরিহার্য। বিশেষ করে শিক্ষা ক্যাডারের জন্য। কৃতকার্য প্রার্থীরা নম্বরপত্র না পাওয়ার জন্য যদি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে না পারে, তবে এ জন্য কে দায়ী হবে? নাকি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কলেজে লেখাপড়া করার অপরাধে তাদের নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে উপযুক্ত শাস্তি দেয়া হচ্ছে!

বিষয়টি সম্পর্কে আশু তদন্ত এবং যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

সালাহউদ্দীন আহমদ
লক্ষ্মীপুর, রাজশাহী-৬০০০।